ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি বিশ্লেষণ

কাজী হাসান ইমাম*

Enivonrment Policy of Bangladesh : An Analysis. Kazi Hasan Imam

Abstract. The formulated policy of any political government reflects the development philosophy of that political party in power. A policy should be formulated based on the welfare needs of the people. In this respect, the Environment policy of Bangladesh is one of the best sectroal policies ever formulated in the country. The most important strengths of the formulated policy are of its overall policy structures, macro-thresholds, micro-level specification, right-identification of sectoral problems, formulation of a legal framework and instituational arrangements for policy implementation and above all inclusion of an action plan to address the sectoral problems fixing the resoponsibilities of different Ministries, Divisions, Departments and other relevant agences. The existence of a good Policy is not everything, but of course, It is a pre-requisite. Much more thrusts need to be given to policy intgration and development of appropriate mechanisms and instruments for policy implementation.

যে কোন সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় ঐ সরকারের রাজনৈতিক ও উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হয়ে থাকে (হোসেন ও হাসান ১৯৮৯:২)। সরকার সাধারণত ব্যাপক জনসাধারণকে সামনে রেখে তাদের কল্যাণার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন করে থাকে। কোন একটি রাজনৈতিক সরকার কর্তৃক যে কোন বিষয়ে নীতি প্রণীত হওয়ার পর রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের পরও যদি ঐ নীতি বহাল থাকে এবং সংশ্লিষ্ট নীতিটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আংশিক বা বহুলাংশে ব্যর্থতার কারণ না ঘটে অথবা বাস্তব চাহিদার আলোকে নীতিটি আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করার ব্যাপারে যদি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট না হয় তবে প্রণীত নীতিটি যথার্থ কার্যকর ও সফল হিসেবে বিবেচিত হবে (ভূইঞা, ১৯৯৫: ৪-৫)। এ আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি সরকার কর্তৃক প্রণীত একটি সফল নীতি।

নীতি প্রক্রিয়ার (*Policy Process*) দৃষ্টিকোণে ষাটের দশকে শিল্পায়ন ও নগর পানি দূষণকে কেন্দ্র করে পরিবেশ প্রশ্নটি সরকার ও সীমিত পরিসরে বিভিন্ন ফোরামে উত্থাপিত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতাত্তোরকালে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের আলোকে ১৯৭৩ সালে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন এবং ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারী করা হয় (Ahmed, 1987:20)। পরবর্তীতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ ও বন

* উপপরিচালক, বিপিএটিসি।

মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টিসহ পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনা বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক পরিবেশ সমস্যা সম্বোধনে স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিবেশ নীতি প্রণয়নের বিষয়টি একটি গণ-দাবি (Public Demands) বা অন্য কথায় নীতি সংক্রান্ত দাবির (Policy Demands) রূপ পরিগ্রহ করে (ইমাম ১৯৯৯: ১৭৯)। এ প্রক্রিয়ায় ১৯৯২ সালে পরিবেশ নীতিটি একটি সম্পূর্ণ দলিল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নীতি বিশ্লেষকদের মতে, এ প্রক্রিয়ায় প্রণীত নীতিতে কোন সরকারের রাজনৈতিক উন্নয়ন দর্শন অপেক্ষা জনগুরুত্বের বিষয়টি অধিকতর প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (Baker, 1997: 101) এবং ফলত তা একটি সফল নীতি হিসেবে প্রতিভাত হয়।

তাত্ত্বিক কাঠামো

নীতি বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণে কোন জননীতি (Public Policy) সম্পর্কিত আলোচনায় কতগুলো বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত যে বিষয়ে কোন সরকার একটি নীতি প্রণয়ন করবে বা করেছে ঐ ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সমস্যা সম্বোধনে সরকারের অনুধাবন যথার্থ কি -না। সরকার যদি সমস্যা অনুধাবনে ব্যর্থ হয় এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চিহ্নিত বা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয় চিহ্নিতকরণে ব্যর্থ হয়, তবে সে ব্যর্থতার দায়ভাগ প্রণীত বা প্রণীতব্য নীতির কার্যকরতার ওপর বর্তাবে। দ্বিতীয়ত সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন জননীতি কোন লক্ষ্যহীন আচরণের বহিঃপ্রকাশ নয়। অর্থাৎ নীতি প্রণয়নে সরকারের অর্জনীয় কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। কোন নীতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে যথার্থ বাস্তবানুগ না হলে, সে নীতি কার্যকর হবে না এবং তা অচিরেই গণ-প্রতিবাদ-ইস্যুতে পরিণত হবে, যদি এ সম্পর্কে জনগণের ধারণা সুস্পষ্ট থাকে। তৃতীয়ত প্রণীত কোন জননীতি সরকারের কেবল কতিপয় বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তের সমষ্টি নয়। বরং নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সিদ্ধান্তের একটি সমন্বয় থাকতে হবে এবং ব্যষ্টিক পর্যায়ে প্রণীত। নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তব সমস্যা সম্বোধন উপযোগী হতে হবে। যদি তা না হয়, নীতি-সিদ্ধান্তসমূহের পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়বে। চতুর্থত প্রণীত নীতি বাস্তবায়নের একটি কাঠামো ও ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। বাস্তবায়ন কাঠামো ব্যতীত যে কোন নীতি একটি অন্তঃসারশূণ্য কাগজ সর্বস্ব অঙ্গীকারে পরিণত হতে বাধ্য। পঞ্চমত যে কোন জননীতি কেবল সরকারের কাঙ্ক্ষিত করণীয়ের মধ্যেই সীমিত নয়, সঠিক অর্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রণীত কার্যক্রম পরিকল্পনা একটি জননীতির বাস্তবায়ন রূপরেখার দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত। ষষ্ঠত একটি জননীতি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটোই হতে পারে। কোন জননীতি

যদি ইতিবাচক হয়, তবে বুঝতে হবে যে, প্রণীত নীতিতে জনকল্যাণ ও বিষয়গত সমস্যা যথার্থভাবে সম্বোধিত হয়েছে। আর যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তাতে নীতি-কাঠামোয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সরকারের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হলেও জনকল্যাণ মুখ্যত অবহেলিত হয়েছে এবং বিষয়গত সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা নীতি প্রণেতাগণ বিষয়গত সমস্যা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপর্যুক্ত কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশের পরিবেশ নীতিকে (১) প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত এবং পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অনুকল্প, (২) নীতির উদ্দেশ্যসমূহ, (৩) নীতি সমন্বয়, (৪) নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো ও ধারাবাহিকতা, (৫) কার্যক্রম পরিকল্পনা, (৬) খাতওয়ারী নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ এবং (৭) নীতি মূল্যায়ন-এ ৭টি নীতি-উপাদানের (*Policy Elements*) আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

নীতি বিশ্লেষণ

প্রবন্ধটিতে দেশে বিদ্যমান পরিবেশ নীতিকে সামষ্টিক, ব্যষ্টিক ও নীতি মূল্যায়ন-এ তিনটি ভাগে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। জননীতি চর্চার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় উদ্দিষ্ট নীতির সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ব্যষ্টিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রণীত নীতিটি খাতওয়ারী সমস্যাগুলো সম্বোধনে সমর্থ হয়েছে কি-না সে বিষয়গুলো পর্যালোচিত হয়েছে। এ দুটি পর্যায়ের বিশ্লেষণের আলোকে সামগ্রিকভাবে নীতিটিকে মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সামষ্টিক নীতি বিশ্লেষণ

সামষ্টিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে পরিবেশ নীতি প্রণয়নের প্রেক্ষিত ও সরকার কর্তৃক গৃহীত অনুকল্প, প্রণীত নীতির উদ্দেশ্য, নীতি সমন্বয়, নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো ও ধারাবাহিকতা, কার্যক্রম পরিকল্পনা, নীতি-উৎপাদ, নীতি-ফলাফল ইত্যাদি পর্যালোচিত হয়েছে।

তবে সামগ্রিক নীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, আমাদের প্রশাসনিক উপরি কাঠামো যেমন, প্রণীত নীতি, গৃহীত পরিকল্পনা, বিধিবদ্ধ আইন (*Enacted Laws*), প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাস ইত্যাদি দৃশ্যত চমৎকার হলেও এর ভেতর কাঠামো (*Inner Structures*) যেমন, অঙ্গীকার, বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, ও পদায়ন ইত্যাদির বাস্তব চিত্র খুবই নাজুক

যদি ইতিবাচক হয়, তবে বুঝতে হবে যে, প্রণীত নীতিতে জনকল্যাণ ও বিষয়গত সমস্যা যথার্থভাবে সম্বোধিত হয়েছে। আর যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তাতে নীতি-কাঠামোয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সরকারের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন দর্শন প্রতিফলিত হলেও জনকল্যাণ মুখ্যত অবহেলিত হয়েছে এবং বিষয়গত সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা নীতি প্রণেতাগণ বিষয়গত সমস্যা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপর্যুক্ত কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশের পরিবেশ নীতিকে (১) প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত এবং পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অনুকল্প, (২) নীতির উদ্দেশ্যসমূহ, (৩) নীতি সমন্বয়, (৪) নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো ও ধারাবাহিকতা, (৫) কার্যক্রম পরিকল্পনা, (৬) খাতওয়ারী নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ এবং (৭) নীতি মূল্যায়ন-এ ৭টি নীতি-উপাদানের (*Policy Elements*) আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

নীতি বিশ্লেষণ

প্রবন্ধটিতে দেশে বিদ্যমান পরিবেশ নীতিকে সামষ্টিক, ব্যষ্টিক ও নীতি মূল্যায়ন-এ তিনটি ভাগে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। জননীতি চর্চার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কাঠামোর আওতায় উদ্দিষ্ট নীতির সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ব্যষ্টিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রণীত নীতিটি খাতওয়ারী সমস্যাগুলো সম্বোধনে সমর্থ হয়েছে কি-না সে বিষয়গুলো পর্যালোচিত হয়েছে। এ দুটি পর্যায়ের বিশ্লেষণের আলোকে সামগ্রিকভাবে নীতিটিকে মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সামষ্টিক নীতি বিশ্লেষণ

সামষ্টিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে পরিবেশ নীতি প্রণয়নের প্রেক্ষিত ও সরকার কর্তৃক গৃহীত অনুকল্প, প্রণীত নীতির উদ্দেশ্য, নীতি সমন্বয়, নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো ও ধারাবাহিকতা, কার্যক্রম পরিকল্পনা, নীতি-উৎপাদ, নীতি-ফলাফল ইত্যাদি পর্যালোচিত হয়েছে।

তবে সামগ্রিক নীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, আমাদের প্রশাসনিক উপরি কাঠামো যেমন, প্রণীত নীতি, গৃহীত পরিকল্পনা, বিধিবদ্ধ আইন (*Enacted Laws*), প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাস ইত্যাদি দৃশ্যত চমৎকার হলেও এর ভেতর কাঠামো (*Inner Structures*) যেমন, অঙ্গীকার, বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, ও পদায়ন ইত্যাদির বাস্তব চিত্র খুবই নাজুক

(ইমাম ১৯৯৫:১১৮)। এ কারণে আমরা আমাদের অনেক পুরনো সমস্যা সমাধানে ক্রমাগত ব্যর্থ হয়েছি (Imam 1999:1)। বর্তমান পরিস্থিতি আরো জটিলাকার ধারণ করেছে, সমস্যা ক্রমাগত পুঞ্জিভূত হচ্ছে এবং এ সকল কারণে টিকে থাকার ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান এমন কি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নজিরবিহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। বিষয়টি আরো পরিস্কার ভাবে বলতে গেলে উদাহরণত বলতে হয়- বাংলাদেশের সংবিধানটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতর লিখিত সংবিধানগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু এত চমৎকার একটি সংবিধান আমাদেরকে প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সাম্য ও সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, মৌলিক মানবিক চাহিদা ও অধিকার পূরণ, সামাজিক নিরাপত্তা, সুশাসন- এ সবের কিছুরই নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। অপর দিকে জার্মানীর কোন লিখিত সংবিধান নেই। শুধুমাত্র মৌলিক আইনের (Basic Laws) একটি পুস্তিকার ওপর দাঁড়িয়ে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কোন দেশের তুলনায় অধিকতর সুসংহত ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়াবলী কার্যকরভাবে সম্বোধিত হয়েছে। গ্রেট বৃটেনের ও কোন লিখিত সংবিধান নেই। কেবল প্রচলিত প্রথা বা কনভেনশনের ওপর ভিত্তি করে দেশটি পরিচালিত হয় (রহমান, ১৯৯৯: ২৭)। অথচ তাদের শাসন ব্যবস্থার আওতায় মৌলিক আর্থ-সামাজিক চাহিদা ও অধিকারগুলো কি দারুণভাবে সম্বোধিত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, একটি চমৎকার নীতির অস্তিত্ব থাকাটাই শেষ কথা নয়, তবে কল্যাণ রাষ্ট্রের (*Welfare - State*) ক্ষেত্রে তা অবশ্যই একটি পূর্বশর্ত এবং এটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্যেই সমাজের বিষয়াবলী পরিপূরিত হয়।

প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত এবং পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অনুকল্প

নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি দেশের জীব-জগৎ ও মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি যে ক্রমশ মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা সরকার যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছে। সরকার দেশের পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান প্রধান প্রতিক্রিয়া ও কারণসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সে আঙ্গিকে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে প্রয়াস নিয়েছে। নীতিমালা প্রণয়নে চিহ্নিত বিরূপ পরিবেশ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে উপর্যুপরি বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার আভাস, নদ-নদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, দ্রুত বনাঞ্চল হ্রাস, জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি। অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রধান সমস্যা হিসেবে নীতিমালায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা,

গণ-সচেতনতার অভাব ইত্যাদি বিষয়াবলী চিহ্নিত হয়েছে। পরিবেশ নীতির একটি বড় সবল দিক হচ্ছে পরিবেশ প্রশ্নে সরকারের বাস্তবানুগ অনুধাবন ও যথার্থ অনুকল্প গ্রহণ । এগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সাথে বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি সরাসরিভাবে সম্পর্কিত বিধায় এ বিষয়ে সমন্বিত সতকর্তা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

(খ) বাংলাদেশের অবস্থান পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকারভিত্তিক পরিবেশ নীতি গ্রহণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

(গ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক । ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই তা নিশ্চিত করা যায়।

(ঘ) দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যাদির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে এ বিষয়টিকে দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবিভাজ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(ঙ) দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব ও আবশ্যক।

এছাড়া নীতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আরো কতগুলো মাত্রা (*Dimensions*) জড়িত, যেগুলো যথার্থভাবে সম্বোধিত না হলে নীতি সমন্বয় কার্যকর হয়না। প্রথমত খাতভিক্তিক মাত্রা, যেখানে পরিবেশ সমস্যা নিরসনে খাত চিহ্নিতরকণসহ সমন্বয়ের দিকগুলো বিবেচনায় আনা হয়। দ্বিতীয়ত ইস্যু- মাত্রা, যেখানে বিশেষ ইস্যু গুরুত্ব সহকারে সম্বোধনের প্রয়াস নেয়া হয়। তৃতীয়ত স্থান ও সময় মাত্রা যেখানে অর্থনৈতিক. ও সামাজিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বিষয়কে কালিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন হয়। চতুর্থত প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস নেয়া হয়। পঞ্চমত

কর্ম-কৌশল (*Toolkit*) মাত্রা, যেখানে সমন্বয় সাধনে প্রয়োজনীয় কর্ম-কৌশল উন্নয়নের প্রয়াস নেয়া হয়। নিম্নে এ বিষয়গুলো পরিবেশ নীতির আলোকে পর্যালোচিত হলো।

খাতভিত্তিক মাত্রা

ব্যবস্থাপনার দিক থেকে প্রণীত নীতিতে পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে ১৫টি খাতে ভাগ করা হয়েছে এবং নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনায় এ সকল খাতের বিদ্যামান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণসহ সমস্যা উত্তরণে করণীয় বিষয়াদি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৫ সালে প্রণীত জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনায় বিশেষভাবে ১২টি খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট খাতের বিদ্যমান সমস্যার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরামর্শিত হয়েছে এবং এগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংগঠন ও জনগণের অংশগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

ইস্যু-মাত্রা

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় কোন কোন বিশেষ ইস্যু কখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সকল ইস্যুভিত্তিক সমস্যা সম্বোধনে তখন প্রণীত নীতির আলোকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হয়। পরিবেশ নীতির আলোক প্রণীত জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনায় জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নগরায়ন, আঞ্চলিক নদীর পানি ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা ও উন্নয়নকে বিশেষ ইস্যু হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নব্বুইয়ের দশকের গোড়ার দিকে দেশের বনসম্পদের অপ্রতুলতা, ব্যাপক বনোজাড় এবং এগুলোর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া রোধে বৃক্ষ রোপণের বিষয়টি একটি জাতীয় উপর্যুক্ত অনুকল্পসমূহ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের অনুধাবন যথার্থ বাস্তবসম্মত এবং এর পরিধিও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

নীতির উদ্দেশ্যসমূহ

পরিবেশ নীতিতে ৬টি উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্যগুলোতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন, সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড চিহ্নিতরণ ও নিয়ন্ত্রণ, সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই ও

পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান, দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ দিকে থেকে বলা যায় যে, নীতিতে সন্নিবিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত।

নীতি সমন্বয়

সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ বিচারে নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ প্রণীত উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ব্যষ্টিক পর্যায়ে প্রণীত নীতি-সিদ্ধান্তসমূহের সাথে বাস্তবসম্মতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবচেয়ে বড় কথা, প্রণীত নীতি সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব। সামগ্রিকভাবে নীতি-সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তব সমস্যা সম্বোধনে উপযোগী। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যতগুলো উৎকৃষ্ট মানের নীতি-দলিল তৈরী হয়েছে, পরিবেশ নীতি তার মধ্যে একটি অনন্য দলিল। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এটিই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল, যা পরিবেশের সামগ্রিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে । প্রণীত নীতিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর সামগ্রিক নীতি-কাঠামো (*Overall Policy Structures),* সামষ্টিক পরিসর, ব্যষ্টিক স্তরের সুনির্দিষ্টতা, খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে যথার্থতা, সুসংহত আইনগত কাঠামো তৈরী, নীতি বাস্তবায়নে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি, খাতভিত্তিক সমস্যা সম্বোধন একটি কার্যক্রম পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তকরণ, যেখানে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দায়িত্বাবলী স্থির করে দেয়া হয়েছে। এ সকল দৃষ্টিকোণ বিচারে প্রণীত নীতিটি কাঠামোগত দিক থেকে চমৎকার ভাবে সমন্বিত। গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে। অবশ্য আশির দশকের মধ্যভাগে দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোর মরুময়তা রোধে সামাজিক বনায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

স্থান ও সময় মাত্রা

নীতি সমন্বয়ের দৃষ্টিকোণে স্থান ও সময় মাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কালিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত দিক থেকে কোন কোন এলাকা অপেক্ষাকৃত বিপন্ন বলে বিবেচিত হতে পারে (Liberatore 1997: 116)। এ দৃষ্টিকোণে জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনায় চর এলাকা, মধুপুর গড়, বরেন্দ্র ভূমি, জলাভূমি, পাহাড়কাটা, লবণাক্ততা ও চিংড়ি চাষ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশকে অপেক্ষাকৃত বেশী বিপন্ন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবেশ নীতির আওতায় এ সকল এলাকার স্থানীয় সমস্যা সম্বোধনে সুনির্দিষ্ট

কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কালিক প্রেক্ষাপটে সুন্দর বনের বাস্ত ব্যরীতি (*Eco-Systems*) সংরক্ষণ এখন অত্যন্ত গুরুত্ববহ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি ব্যবস্থাপনার সমস্যাগুলো এখন আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুর্ভূত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা

যে কোন জননীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠোমো থাকা অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রচলিত আইন ও বিধানবলী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের মূল দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তর ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু এ দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কারিগরি লোকবলের অভাব রয়েছে। নীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে এখন পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। বিভাগীয় পর্যায়ে গঠিত পরিবেশ কমিটিগুলো সক্রিয় নয়। নীতি বাস্তবায়নে চিহ্নিত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত বিষয়াদি যথাযথভাবে সম্বোধিত হওয়ার বিধান থাকলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ সেলটিকে এখনো কার্যকরভাবে সম্প্রসারণ করা যায়নি। বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা রয়েছে এবং বিভিন্ন আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে এখনো যথাযথ কাঠামো গড়ে ওঠেনি (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ : ৩০)। এ সমস্ত কারণে প্রণীত নীতির যথাযথ সুফল প্রাপ্তি বিলম্বিত হচ্ছে।

কর্ম-কৌশল মাত্রা

অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও অর্থনৈতিক কলা-কৌশল পরিবেশ নীতির কলা -কৌশলের (*Environmental Policy Instruments*) ওপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫:১১৮)। ফলে নীতি বাস্তবায়নে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সামগ্রিক নীতি-কর্ম-কৌশলসমূহের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। পরিবেশ নীতিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হলেও দায়িত্ব পালনে কর্তৃত্ব (*Authority Instruments*) সম্প্রসারণের অভাব রয়েছে। পরিবেশ নীতির কর্ম-কৌশলের সাথে এখন পর্যন্ত প্রণোদনা কৌশল (*Incentive Instruments*) যেমন, অর্থনৈতিক কলা-কৌশল, স্বেচ্ছা-সমঝোতা (*Voluntary Agreements*), দক্ষতা কৌশল (*Capacity Instruments*) যেমন, তথ্য, শিক্ষা ও গবেষণা

ইত্যাদি যথাযথভাবে সংযোজিত হয়নি। নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রেও কার্যকর পদ্ধতির অভাব রয়েছে।

নীতি বাস্তবায়ন ও ধারাবাহিকতা

কাঠামোগত দিক থেকে নীতি বাস্তবায়নের বিষয়টি কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। প্রথমত পরিবেশ নীতির বাস্তবায়ন কাঠামোর মধ্যে নীতির সাথে সংযোজিত বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা একটি কার্যকর দিক-নির্দেশনা হিসাবে কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়ত আইনগত কাঠামোর আওতায় পরিবেশ নীতিতে পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দূষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করে সংশোধনের বিধান রাখা হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন, আইনের বিধানসমূহ প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় গণ-সচেতনতা সৃষ্টিসহ আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে বিদ্যমান আইন , কনভেনশন ও প্রটোকলসমূহ সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য দিক- নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয়ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় নীতিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নীতি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার/গুরুত্ব বিবেচনায় এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত বিবেচনায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের বিধানসহ পরিবেশ অধিদপ্তরকে গৃহীতব্য উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment বা EIA) পর্যালোচনা ও অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল দিক বিচারে প্রণীত নীতির বাস্তবায়ন কাঠামো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসংহত । পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী। এখানে পরিবেশকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে এ প্রবণতাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। তাই নীতি বাস্তবায়ন কাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও প্রকৃত বিচারে তার বাস্তব ফলাফল খুব আশাব্যঞ্জক নয়। অবশ্য এটা শুধু একক ভাবে পরিবেশ নীতির সমস্যা নয়।

অন্যদিকে নীতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণে ১৯৯২ সালে নীতিটি প্রণীত হওয়ার পরপরই জাতীয় পরিবেশ পরিষদ ও জাতীয় পরিবেশ নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। যদিও ব্যাপক বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যক্রম কালে-ভদ্রে দুএকটি সভা-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত থেকেছে (Huq and Haque, 1997:2-3), তথাপি নীতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় এটি

নীতিটির একটি অন্যতম সাফল্য। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহ সময়োপযোগী করে সংশোধনের কোন প্রয়াস নেয়া না হলেও অনুভূত প্রয়োজনের আলোকে কিছু নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। বিস্তারিত পরিসরে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যকম পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। পরিবেশ সম্পর্কে আমরা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী সোচ্চার ও সচেতন। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গৃহীত পদক্ষেপের সাথে বাংলাদেশ সরকারের সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া আশাব্যঞ্জক। নীতি বাস্তাবায়নে পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ওপর নির্ভরশীল। পরিকল্পনা মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না, এখন পর্যন্ত সে ব্যাপারে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধান বা পরিবীক্ষণ, এমনকি দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারেরও অভাব রয়েছে। গৃহীত সকল কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে বাস্তব কোন সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত খাতভিত্তিক পরিকল্পনাসহ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াবলী অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনাও এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অগ্রগতি হিসাবে বিবেচিত। এ সকল দিক বিচারে পরিবেশ নীতির বাস্তবায়ন কাঠামো যথেষ্ট শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে ধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণে নীতি বাস্তবায়নের দিকগুলো অধিকতর জোরদার করার অবকাশ রয়েছে।

কার্যক্রম পরিকল্পনা

প্রণীত নীতিমালার সাথে সংযোজিত কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং নীতিমালার আলোকে ১৯৯৫ সালে প্রণীত জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনার (নেমাপ) বেশ কিছু বিষয় ইতোমধ্যেই পর্যালোচিত হয়েছে। নেমাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এর অংশীদারিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি (*Participatory Approach*)। পরিবেশ নীতি যেহেতু অর্থনীতির সকল সেক্টরের কার্যক্রমকে স্পর্শ করে, সে কারণে সুষ্ঠু নীতি বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিকল্পনায় বহুবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির (*Multidisciplinary Approach*) প্রতিফলন ঘটানো অত্যাবশ্যক (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ : ১৩)। নেমাপে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ ও সংগঠনের পরিবেশ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ব্যষ্টিক বিশ্লেষণ

বাস্তবত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরকারের ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের কায়েমী স্বার্থ জড়িত থাকে (Richardson 1997 : 55)। বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ জাতীয় সমস্যার উদ্ভব না ঘটলেও নীতি বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন অবয়বে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নে পরিবেশ নীতির খাতভিত্তিক নীতি-সিদ্ধান্ত সমূহ পর্যালোচিত হলো।

কৃষি

নীতিতে কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশসম্মতকরণের বিধান থাকলেও বাস্তবত তা কার্যকর হচ্ছেনা। কৃষি ক্ষেত্রে কৃষির জৈবগুণ বৃদ্ধি, উর্বরতা সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনার কথা থাকলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। রাসায়নিক বালাই ও কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণে জরুরীভিত্তিতে পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনা করা, প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন দারুণভাবে উপেক্ষিত। পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনীর কথা থাকলেও এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। নীতিতে সকল কৃষি সম্পদের ভিত্তি সংরক্ষণের বিধান থাকলেও কার্যত তা প্রতিফলিত হয়না। উদাহরণত বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূমির বন্ধুরতা, মাটির গঠন বৈশিষ্ট ও বিরসতা এবং সর্বোপরি বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা এ অঞ্চলকে নিবিড় শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেনা। তথাপি, জনসংখ্যার চাপে বনোজাড়ের মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে ব্যাপক কৃষি সম্প্রসারণ এ অঞ্চলকে অনিবার্য পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার এবং অবৈজ্ঞানিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাই এ বিপর্যয়ের মূল কারণ। পরিবেশসম্মত প্রাকৃতিক তন্তু

ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের বিধান থাকলেও কৃত্রিম তন্তু যেমন, পলিথিনে বাজার ছেয়ে গেছে।

শিল্প

প্রণীত পরিবেশ নীতিতে ইতোপূর্বে স্থাপিত দূষণসৃষ্টিকারী শিল্পস্থাপনাসমূহে পর্যায়ক্রমে সংশোধনমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিরা তাদের আর্থিক সঙ্গতিহীনতার দোহাই তুলে সরকারকেই জনস্বার্থে সরকারি অর্থে একাজ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে এবং অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকার শিল্পপতিদের চাপে সেটা গ্রহণ করেছে। অথচ এ ক্ষেত্রে "*Polluter pays*" নীতি অনুসৃত হওয়ার কথা (Liberatore, 1997:108)। স্থাপিত শিল্পসমূহে দূষণ পরিশোধন স্থাপনার অভাব রয়েছে। শিল্পপতিদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার অভাব অত্যন্ত তীব্র। শিল্পস্থাপন এলাকা চিহ্নিতকরণে নীতিমালার অভাব রয়েছে। এসকল কারণে প্রণীত পরিবেশ আইন জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ : ৩৭)। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে নীতি বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পয়ঃ ব্যবস্থাপনা

নীতি জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর সকল প্রকার কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ, স্বাস্থ্যনীতিতে পরিবেশ বিবেচনা সম্পৃক্তকরণ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ বিষয়ক কারিকুলাম অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদির উপর জোর দেয়া হয়েছে। এগুলো রাতারাতিই অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই আশাব্যঞ্জক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

জ্বালানী

পরিবেশগত দিক থেকে দেশের জ্বালানী খাতের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। এ ব্যাপারে নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী খুবই সুসংহত। তবে এগুলো দ্রুত অর্জন করার সম্ভাবনা কম। জ্বালানী সঞ্চয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এ মূহুর্তে সম্ভব নয়। জীবাশ্ম ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী সংরক্ষণের বিষয়টি অনেকাংশে অবহেলিত।

পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ

দেশের পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার একেবারেই অনুপস্থিত। পানি উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম বিরূপ পরিবেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। উদাহরণত ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, শুষ্ক মৌসুমে জোয়ারের স্তর হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপসমূহ পরিবেশসম্মত হয়নি। সকল উৎসের পানি সম্পদ দূষণমুক্ত রাখার কথা থাকলেও নীতিতে অন্তর্ভুক্ত এ বিধানাবলী আদৌ প্রতিপালিত হচ্ছে না।

ভূমি

এখন পর্যন্ত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। ভূমিক্ষয় রোধ, লবণাক্ততা ও ক্ষারতা রোধ ও দেশের বাস্তব্যরীতি সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়াবলী সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত।

বন, বন্যপ্রাণি ও জৈব-বৈচিত্র

দেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ পরিস্থিতি নাজুক হলেও বনায়ন ও বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বন্যপ্রাণি ও জৈব-বৈচিত্র সংরক্ষণের বিষয়টি এখনো প্রথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

মৎস্য ও পশু সম্পদ

মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হলেও তা দেশের চাহিদার তুলনায় এখনো অপ্রতুল। নীতিতে জলাভূমি সংকোচন রোধ এবং পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ কার্যক্রমের মাধমে যাতে মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার বিধান থাকলেও কার্যত তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

খাদ্য

খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণে এখনো স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়নি। বিনষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশসম্মতভাবে নিষ্পত্তিকরণ হয়না। পরিবেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী খাদ্যদ্রব্য আমদানী নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবত তা কার্যকর হচ্ছে না।

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ

এক্ষেত্রে নীতিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী একেবারেই উপেক্ষিত হচ্ছে।

যোগাযোগ ও পরিবহন

নীতির আলোকে এ ক্ষেত্রে অনেক সমস্যাই চিহ্নিত হয়েছে এবং পরিকল্পনায় প্রযোজ্য কার্যক্রম পরামর্শিত হয়েছে। কিন্তু নদী ও সমুদ্র বন্দরসহ সামগ্রিক পরিবহন ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ দূষণ রোধে গৃহীত কার্যক্রম অত্যন্ত অপ্রতুল।

গৃহায়ন ও নগরায়ন

বস্তুত সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই এক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক নৈরাজ্য বিরাজ করছে।

জনসংখ্যা

বহুমুখী জটিলতার কারণে জনশক্তির সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে এক্ষেত্রে এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আশাব্যঞ্জক। উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হচ্ছে।

শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা

এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহ খুবই আশাব্যঞ্জক। তবে অনেক ক্ষেত্রে এখনো লাগসই কার্যক্রম গ্রহণ ও দ্রুত দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অপ্রতুলতা রয়েছে। এ কারণে দেশে এখনো শক্তিশালী পরিবেশ বন্ধুসূলভ সুশীল সমাজ (Civil Society) গড়ে ওঠেনি।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা

যদিও দেশে পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অব্যাহত প্রয়াস চলছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জিত হয়েছে, সামগ্রিকভাবে এ ক্ষেত্রের উন্নয়ন নিতান্ত ই অপ্রতুল। গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রণোদনার অভাব অত্যন্ত তীব্র এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহারেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য লক্ষ্যণীয়।

নীতি মূল্যায়ন

পরিবেশ নীতি প্রণীত হওয়ার পর সুদীর্ঘ ৮-৯ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে দুটি রাজনৈতিক সরকারের পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং নীতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি উপযুক্ত সময়।

নীতি হিসেবে পরিবেশ নীতির কোন কাঠামোগত সমস্যা নেই। বর্তমানে বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপের মধ্যে পরিবেশ নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সেক্টরে কী ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে যে সচেতনতা বিদ্যমান,

নীতি প্রণয়নকালে তা ছিল না। ফলে নীতি প্রণয়নকালে একদিকে যেমন সরকারকে বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপের চাপের সম্মুখীন হতে হয়নি, অন্যদিকে নীতিটি যথার্থ গণমুখী হিসেবে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তন এবং সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও নীতিটি কোন অংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি অথবা নীতিটি পরিবর্তন-পরিমার্জন সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দেয়নি। নীতির উৎপাদ (*Policy Outputs*) হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা, জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এবং দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে পরিবেশের বিষয়াদি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। নীতির ফলাফল (*Policy Outcomes*) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রণীত নীতির আলোকে গৃহীত কর্মসূচি জনগোষ্ঠি তথা সমাজের ওপর অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব রাখছে এবং নীতির উদ্দেশ্যসমূহও আশাব্যঞ্জক হারে অর্জিত হচ্ছে।

তবে একথা সত্য যে, খাতওয়ারী নীতি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে এখনো অনেক দুর্বলতা রয়েছে। পুরনো আইনগুলোতে এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিমার্জন-সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আন্তঃখাত ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের অভাব খুবই প্রকট। এ সকল সমস্যা উত্তরণে এখন পর্যন্ত লাগসই কর্মকৌশল উদ্ভাবনের বিশেষ কোন প্রয়াস নেয়া হয়নি। নীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সক্ষমতা গড়ে ওঠেনি।

নীতি পরামর্শ ও উপসংহার

ক) প্রণীত নীতির আলোকে পুরানো আইনগুলোতে যথাসম্ভব দ্রুত প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

খ) নীতির আলোকে প্রণীত কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং আইনসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য জনগণের মধ্যে প্রণীত আইন ও সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সম্পর্কে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

গ) গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহের ক্ষেত্রে এবং আন্তঃখাত ও আন্তঃসংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় লাগসই কর্মকৌশলের উদ্ভাবন ঘটাতে হবে।

ঘ) নীতি বাস্তবায়নে কারিগরী জ্ঞানের অভাব দুর করতে হবে, জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

ঙ) নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সামগ্রিক বিচারে নীতি বিশ্লেষণের (*Policy Analysis*) দৃষ্টিকোণে বাংলাদেশের পরিবেশ নীতি একটি সফল নীতি হিসেবে প্রতিভাত। নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চিহ্নিত দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলে নীতিটি বিশ্বের একটি অন্যতম সফল নীতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

ইমাম, কাজী হাসান (১৯৯৯) *পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত* ঢাকা প্যারাগন পাবলিশার্স।

ইমাম, কাজী হাসান. (১৯৯৫) পরিবেশ উন্নয়নে বনায়ন ও সম্পদ, বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, *বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক* ১৩৯৭, ঢাকা ঃ বিপিএটিসি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৫) *ন্যাশনাল এনভায়রণমেন্ট এ্যাকশন প্লান* (নেমাপ) ভলিয়্যুম-১বি, সার সংক্ষেপ, ঢাকা।

ভূইঞা, মোশারফ হোসাইন. (১৯৯৫) নীতি বিশ্লেষণ ঃ ধারণাগত কাঠামো। *লোক প্রশাসন সাময়িকী ৪র্থ সংখ্যাঃ* ঢাকা। বিপিএটিসি।

রেহমান, সোবহান, (১৯৯৯) দিনের পর দিন, *'যায়যায়দিন'* বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১১, ১৯৯৯, ঢাকা।

হোসেন ডঃ একরাম ও ইমাম, কাজী হাসান (১৯৯৮) বাংলাদেশের পরিবেশ ও টেকসই কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আইনগত কাঠামো । ঢাকাঃ বিপিএটিসি।

Ahmed, Aftabuddin (1987) *Institutional Framework of Environmental Protection and Management for Training Seminar for Administrators in Bangladesh:* Dhaka: DPEC.

Baker, Susan. (1997) The Evolution of European Union Environmental policy : from growth to sustainable development? In *The Politics of Sustainable Development : Theory policy and practice within the European Union.* London and New York : Routledge.

Huq, Salemul and Haque, Mahfuzul. (1997) *Environmental planning in bangladesh : some experiences and lessons.* Paper presented in National Training Workshop on Sustainable Economic Modeling. Dhaka : ESCAP/BPATC

Imam, Kazi Hasan. (1999) *The Environment policy of Bangladesh.* A handout for the participants of Foundation Training Course. Dhaka : BPATC

Liberatore, Angela. (1997) The intergration of sustainable development objectives into EU Policy-making: barriers and prospects. In *The politics of sustaninable development. theory, policy and practice within the European Union.* London and New York. Routledge.

Richardson, Dick. (1997) The politics of sustainable Development. In *The politics of sustainable development : theory, policy and parctice within the European Union.* London and New York : Rutledge.